দৈনিক ইনকিলাব
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
17 JUN 1989
5 .3

শিক্ষাঙ্গন

এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুভূতি বিকাশে এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করেই দেশে এবতেদায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি চালু হওয়ার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের মধ্যে ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছিল। ক্রমান্বয়ে কোন অদৃশ্য কারণে এই শিক্ষা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হলো। যেমন— (১) ক্রমশঃ বাৎসরিক অনুদানের আর্থিক পরিমাণ হ্রাস করে দেওয়া, (২) শিক্ষকদের যথোপযুক্ত বেতন থেকে বঞ্চিত করা। এমনকি প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় অর্ধেক বেতনও দেয়া হয় না, (৩) এবতেদায়ী মাদ্রাসার মঞ্জুরী বন্ধ করে দেয়া, (৪) শিক্ষার্থীদেরকে প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ন্যায় বিনামূল্যে বই দেয়া থেকে বঞ্চিত করা, (৫) উন্নয়ন কর্মসূচী অথবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া, (৬) প্রাইমারী শিক্ষার তুলনায় এর মানোন্নয়নের প্রতি অনীহা ও উভয় শিক্ষাকে সমমান না দেয়া, (৭) অহেতুক কতগুলো এবতেদায়ী মাদ্রাসার মঞ্জুরী কেটে দেয়া ইত্যাদি।

অথচ চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রাইমারী শিক্ষার তুলনায় এবতেদায়ী শিক্ষার গুরুত্ব কম নয়। কারণ, এই শিক্ষায় শুধু আরবী, উর্দু, শুদ্ধরূপে কোরআন পাঠ, ইসলামের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও ইংরেজী, বাংলা, অংক ও ভূগোল বিষয়ের উপরও প্রাথমিক তথা প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা হয়। ফলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হতে এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রগণ লেখাপড়ায়, ইসলামী আকাঈদ তথা জ্ঞান বিজ্ঞানে সর্বদিকে মেধাবী হয়ে থাকে। এ জন্যে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ তাদের ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ভর্তি করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ষড়তন্ত্রের শিকার।

অতএব, দেশকে নিরক্ষরতার কালো হাত থেকে মুক্ত ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এবতেদায়ী শিক্ষাকে একটি গণমুখী অবৈতনিক, যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষায় রূপান্তরিতসহ এর সকল সমস্যা নিরসন করা অপরিহার্য। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

—এ, এফ, এম, মুহিউদ্দিন